যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

পিছু হটল জবি প্রশাসন : বর্ধিত ফি প্রত্যাহার

যায়যায়দিন রিপোর্ট

সাধারণ শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে বুধবার বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। সোমবারের পর গতকাল সকাল থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও ২৭ (৪) ধারা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে।

তারা সব ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ মিছিল, প্রক্টর অফিস ঘেরাও, প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরকে প্রশাসনিক ভবনে প্রায় ১ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রাখে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রত্যাহার পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

প্রত্যাহার :: ফি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নোটিশের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত ১ হাজার ৯৩৫ টাকার ফি ৪৩৫ টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ৩৫০ টাকা নির্ধারণ করে। পরিবহন খাতে ১০০ টাকা, সাংস্কৃতিক ফান্ডে ৭৫, খেলাধুলায় ২৫, ছাত্রসংসদ ফি ২৫, মেডিকেল ফি ৫০, বিএনসিসি খাতে ২৫, রোভার ২৫, রেঞ্জার পাঁচ ও ডোনেশন ফি ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে। গতকাল সকাল সোয়া ৯টার দিকে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ২৭/৪ ধারা বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়। ভাস্কর্যের সামনে সকাল ১০টায় অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। পরে সেখানে শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে বক্তারা বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট নিরসনে সরকার নিষ্ক্রিয় রয়েছে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের অপচেষ্টা করছে। এ ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে। দাবি না মানলে আরো কঠোর আন্দোলন, ক্লাস বর্জন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করাসহ লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাদের বর্ধিত সেমিস্টার ফি প্রত্যাহার ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২৭(৪) ধারা বাতিলের দাবি জানায়। এখান থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল বের করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে আবার সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ সময় প্রক্টরকে শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত করে। পরে প্রক্টর পুলিশ পাহারায় প্রশাসনিক ভবনে আশ্রয় নেন।

সকাল ১১টায় উপাচার্যের গাড়ি ক্যাম্পাসে পৌঁছলে শিক্ষার্থীরা তাকে গতিরোধ করে দাঁড়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটে তাকে থামিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন গাড়ি থেকে নেমে যান। এ সময় শিক্ষার্থীরা আবারো রাস্তায় বসে ডিসির গতিরোধ করে। তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি শোনেন এবং এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, তোমাদের আন্দোলন যৌক্তিক। আইন পরিবর্তনের দাবিক কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তোমারা যে দাবিতে আন্দোলন করছো, তা শুধু তোমাদের দাবি নয়, এটা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-কর্মকর্তারও প্রাণের দাবি। তিনি শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত বর্ধিত সেমিস্টার ফি পুরোপুরি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে তাদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার জন্য বলেন। বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও আইন পরিবর্তনের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে।